কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার • নবম সংখ্যা, মার্চ ২০১৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ

জনঅংশগ্রহণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাদের ক্ষমতা, প্রয়োজনীয়তা, দায়িত্ব ও সম্পদ সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহিত করে উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এই সচেতনতা ও উৎসাহ তাদেরকে নিজেদের ক্ষমতার প্রতি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, যা পরবর্তী সময়ে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করতে সাহসী ও আস্থাশীল করে তোলে। যেখানে একই সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণ উন্নয়নমুখী উদ্যোগের অংশ হিসাবে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের মতামত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে, পরিকল্পনা করে, বাস্তবায়ন করে, মনিটরিং করে ও মূল্যায়ন করে তাকে জনঅংশগ্রহণ বলা হয়।

স্বাধীনতা পূর্বকালে শিক্ষা কার্যক্রমে জনগণের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে কমিউনিটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করায় পর্যায়ক্রমে শিক্ষা কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ কমতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনগণের জন্যই বিদ্যালয়, জনগণেরই বিদ্যালয়, তাই তা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার গুরুদায়িত্ব জনগণকেই নিতে হবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন শিক্ষা কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে তথা জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে এর উপাদানগুলো বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জনঅংশগ্রহণের উপাদান

জনঅংশগ্রহণে কোনো কাজ বাস্তবায়নে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়:

- সকলে একই কমিউনিটির মানুষ হতে হবে,
- তাদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে,
- সকলে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে,
- সকলের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকবে,
- সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে,
- নিজেদের উদ্যোগ ও অংশগ্রহণে বাস্তবায়ন হবে,
- সকলের সম-অধিকার থাকবে,
- উদ্ভূত সমস্যা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করবে,
- বাস্তবায়নকালে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে,
- কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে,
- যারা একসঙ্গে কাজ করবে তাদের একটি কমিটি বা পরিচালনা বোর্ড থাকতে হবে।

স্থানীয় জনগণ যা করতে পারেন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণ যে-সব কাজের উদ্যোগ নিতে পারেন তা হলো:

- নিজ এলাকার প্রতিটি শিশুকে স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন,
- শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেন,
- শিক্ষকদের সঙ্গে যথাযথ সুসম্পর্ক, সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখে সহযোগিতা করতে পারেন,
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নিতে পারেন,
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা নিশ্চিত করতে পারেন,
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বাগান তৈরির উদ্যোগ নিতে পারেন,
- শিক্ষার্থীদের বসার জায়গার অভাব হলে সম্মিলিত ভাবে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করে দিতে পারেন,
- বিদ্যালয়ের উন্নয়নে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

আবু রেজা

নবনির্মিত মজলিশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ও আমিনুল ইসলাম (ইনসেটে)

মজলিশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
জনঅংশগ্রহণে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের অনন্য দৃষ্টান্ত

তেঘরিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত হবিগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী চারটি গ্রাম রামপুর, মজলিশপুর, আওড়া ও রজবপুর। এই চার গ্রামের জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক। একটি গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের দূরত্ব প্রায় পৌনে এক কিলোমিটার। শতাধিক বছর আগে সর্বদক্ষিণের রামপুর গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল রামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটিই ছিল চার গ্রামের শিশুদের শিক্ষার জন্য একমাত্র বিদ্যাপীঠ। ফলে রামপুর গ্রামটি শিক্ষায় এগিয়ে ছিল আর দূরবর্তী গ্রামগুলোর মানুষের শিক্ষার হার কম ছিল।

২০১১ সালে তেঘরিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠিত হলে ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদিতে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলোর মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করার বিষয়টি বারবার আলোচিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তেঘরিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রথম সদস্য আমিনুল ইসলাম তার বাবা মোঃ খোদা বখ্স-এর দান করা জমিতে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন। রামপুর মৌজার জেএল নং ১৯ দাগ নং ৬১৯, ১২২৩-এর মোট ৩৩ শতাংশ জমি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রেজিস্ট্রি করে দিলে ২০১৩ সালে সরকারি উদ্যোগে চার কক্ষবিশিষ্ট একটি ভবন তৈরি করে দেওয়া হয়। অতঃপর ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে ২ জন শিক্ষককে ডেপুটেশনে দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করলেও ২০১৫ সালে এসে চতুর্থ শ্রেণি চালু করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়টি মজলিশপুর ও আওড়া গ্রামের মধ্যবর্তী সড়ক সংলগ্ন হওয়ায় এই দুই গ্রামের শিশুদের জন্য খুব সুবিধা হয়েছে এবং রজবপুর গ্রামের শিশুরা আরো কাছাকাছি বিদ্যালয় পেয়েছে।

কাজল সমাদ্দার

৫৪ নং পূর্বহাজরাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এবার শতভাগ পাস

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়নে স্থানীয় জনমানুষের উদ্যোগে ১৯৩৯ সালে ৫৪ নং পূর্ব হাজরাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। প্রতি বছরই এ বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৪০-৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তবে, কোনো বছরই সব পরীক্ষার্থী পাস করেনি। এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শতভাগ পাস করল।

২০১৩ সালে এই বিদ্যালয় থেকে ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করলেও অবশিষ্ট শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। বিষয়টি আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও ফুলকোচা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দৃষ্টিগোচর হয়। ওয়াচ গ্রুপ ও আপউস সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ের এ ধরনের ফলাফল পর্যালোচনা করে এসএমসি, অভিভাবক, অকৃতকার্য শিক্ষার্থী, স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সভা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনার মধ্যে ছিল অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত যোগাযোগ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। এসব উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০১৪ সালে ৫৭ জন পরীক্ষার্থী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১২ জন A+ সহ সকলেই পাস করেছে। এর পিছনে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন, ফুলকোচা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সার্বিক সহায়তা থাকায় বিদ্যালয়ে এ সাফল্য এসেছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এভাবে সকল বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়ালে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন হবে।

আবদুল হাই

আমঝুপি ইউপি'র উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউপি'র উদ্যোগে এই ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, পাঠাগার ও লাইব্রেরিতে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে আমঝুপি ইউপি'র চেয়ারম্যান মোঃ সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান এ্যাড. মারুফ আহম্মেদ বিজন, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ হাজী আব্দুল জলিল, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম, আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মামুল ইসলাম ও আমঝুপি পাবলিক ক্লাবের সভাপতি খলিলুর রহমান জোয়ার্দার। আলোচনা সভা শেষে আমঝুপি ইউনিয়নের ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ও অনুদান প্রদান করা হয়। এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এ ধরনের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদান করায় সকলে ইউপি চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

লাবনী খাতুন

আমঝুপি ইউপি'র চেয়ারম্যান মোঃ সাইফুল ইসলাম ও মেহেরপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান এ্যাড. মারুফ আহম্মেদ বিজন ল্যাপটপ তুলে দিচ্ছেন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন

২৭ ও ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)-এর উদ্যোগে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার যথাক্রমে সিধুলী ও জোড়খালী ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা হারুন-অর রশীদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা শাহীনুর আলম খান। এ দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আলহাজ্ব সামস্ উদ্দিন আহম্মেদ, সিধুলী ও মিনহাজ উদ্দিন, জোড়খালী। এতে শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি, ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ মোট ১২০ জন অংশগ্রহণ করেন। এই সভায় উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আগামী বছরের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ফুলকোচা ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ সামিউল হক

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মতবিনিময়: শিক্ষার মান উন্নয়নে দৃঢ় প্রত্যয়

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আপউস-এর সহায়তায় ২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার যথাক্রমে ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেলান্দহ উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জুলফিকার আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঘোষেরপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান ও ফুলকোচা ইউপি চেয়ারম্যান এস. এম. মিন্নাতুল বারী। সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি নাছির উদ্দিন আহম্মেদ, ঘোষেরপাড়া এবং এ. টি. এম. মতলুব হোসেন বাবু, ফুলকোচা। এতে শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি, ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ মোট ৭০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই সভার ফলে উপস্থিত সকলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে গঠিত এসএমসি, পিটিএ, শিক্ষা বিষয়ক ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটিসহ সকল কমিটি তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। তারা আগামীতে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে উদ্যোগী হবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ সকল কমিটিকে সক্রিয় করার জন্য এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে বলে সভাসমূহে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আবদুল হাই

তেঘরিয়া ইউনিয়নে কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে তেঘরিয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তেঘরিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলার চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমদুল হক। রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ. এইচ. এম. রেজাউল করিম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ সদর এবং কামাল হোসেন মজুমদার, ইনস্ট্রাক্টর, হবিগঞ্জ সদর উপজেলা রিসোর্স সেন্টার। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আউয়াল। উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন তেঘরিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রাইমারী স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি, ইউপি সদস্য, মিডিয়াকর্মী ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যবৃন্দ। সভার শুরুতেই তেঘরিয়া ইউনিয়নের পূর্বের ও বর্তমান সময়ের শিক্ষার তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়।

কর্মশালায় বক্তব্য দেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এ. এইচ. এম. রেজাউল করিম

রিসোর্স পার্সনদ্বয় বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মূল শিক্ষা সহায়তায় সরকার কাজ করছে, বিশেষ করে শিক্ষক, বিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য শিক্ষা প্রশাসন রয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসনের লোকবল ও কাজের পরিধির কারণে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি ভালোভাবে করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এ ব্যাপারে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ও স্থানীয় কমিউনিটি খুব ভালোভাবে সহায়তা করতে পারে। অতঃপর উপস্থিত সকলে দলে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম নির্ধারণে অংশগ্রহণ করেন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে স্বেচ্ছাসেবামূলক এই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও স্থানীয় সচেতন জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু কর্ণার তৈরির উদ্যোগ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর উদ্যোগে বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে ১টি করে শিশু কর্নার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই শিশু কর্ণারে থাকবে শিশুতোষ ছড়া, কবিতা, গল্প ও ছবির বই, শিশুদের খেলার উপযোগী ক্রীড়াসামগ্রী, শিশু পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে ক্লাসবিহীন সময়টুকুতে এখানে বসে ছাত্র-ছাত্রীরা খেলবে ও পড়ালেখা করবে। সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসেড হবিগঞ্জ-এর যৌথ উদ্যোগে এই শিশু কর্নার স্থাপন করা হবে।

কাজল সমাদ্দার

সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব

গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ আয়োজনে ভোলার সদর উপজেলার চরসামাইয়া এবং ভেদুরিয়া ও তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ও ধলিগৌরনগর ইউনিয়নে এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষক ও ওয়াচ কমিটির সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন স্কুলে মোট ৪১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ও চরসামাইয়া ইউনিয়নে ১৫টি এবং তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ও লালমোহন উপজেলার ধলিগৌরনগর ইউনিয়নে ২৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লিখিত সভায় বক্তাগণ বলেন, সমন্বিত প্রচেষ্টায় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও শিশুদের ঝরেপড়া রোধ অনেক সহজতর হয়। শিক্ষক-অভিভাবক ও এসএমসি সদস্যদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূরীকরণ, আশুকরণীয় নির্ধারণ, মান উন্নয়ন সম্ভব। তারা শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে আনন্দ ও বিনোদনমূলক পদ্ধতিতে পাঠদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, এ ধরনের পাঠদান ব্যবস্থায় শিশুদের ঝরেপড়া রোধ হবে এবং স্কুলে আসার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশে আলোচক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মা সমাবেশে শিক্ষার্থীদের যত্ন সহকারে পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের প্রতি মায়েদের দাবি

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ আয়োজনে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহে আলম। সহকারী শিক্ষক আমির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক ইদ্রিছ আলম ও নাসিমা বেগম। সমাবেশে ৮০ জন মা অংশ নেয়। মা সমাবেশে শিক্ষক ও এসএমসি'র পক্ষ থেকে বলা হয়, আপনারা শিশুদের যথাসময়ে স্কুলে পাঠাবেন, সম্ভব হলে নিজেই স্কুলে নিয়ে আসবেন। স্কুলে লেখাপড়ার দায়িত্ব আমাদের। আর বাড়িতে আপনারা নিয়মিত লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিবেন। প্রয়োজনে আমাদের জানাবেন, আমরা সহযোগিতা করব। আর মায়েদের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের যত্ন সহকারে পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের প্রতি দাবি জানানো হয়। এছাড়াও চরসামাইয়া ইউনিয়নে ৫টি, ভেদুরিয়া ইউনিয়নে ৪টি, চাঁচড়া ইউনিয়নে ৪টি ও ধলিগৌরনগর ইউনিয়নে ৩টি মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং এ ৪টি ইউনিয়নে এসএমসি ও শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হারুন উর রশীদ

শিশুবরণ অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে শিশুদের বরণ করে নেওয়া হয়

সিরাজগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুবরণ: আনন্দময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শুরু

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ উপজেলার ভদ্রঘাট, ঝাঐল, ধানগড়া ও পাঙ্গাসী ইউনিয়নে ৫টি করে মোট ২০টি বিদ্যালয়ে শিশুবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত শিশুবরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ যে-সকল ছাত্র-ছাত্রী ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকে যারা শিশু আগামী দিনে তারাই হবে দেশের কর্ণধার। আজকের এই শিশুরা গড়ে উঠবে দেশের সুনাগরিক হিসেবে। এরাই ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, বড় কর্মকর্তা হবে। এরা দেশ ও দেশের মানুষের সেবা করবে। অতঃপর উৎসবমুখর পরিবেশে ফুল দিয়ে শিশুদের বরণ করে নেওয়া হয়। এই শিশুরা আনন্দময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শুরু করল, যার ফলে তারা বিদ্যালয়মুখী হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা: শিক্ষকদের যত্নশীল হওয়ার আহ্বান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ উপজেলার ভদ্রঘাট, ঝাঐল, ধানগড়া ও পাঙ্গাসী ইউনিয়নে ২টি করে মোট ৮টি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পর্যালোচনা সভায় শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ যে-সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাল ফলাফল অর্জন করেছে তাদেরকে ভবিষ্যতে আরো ভাল ফলাফল করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। আর যে সকল ছাত্র-ছাত্রী তুলনামূলকভাবে খারাপ ফলাফল করেছে তাদের সান্ত্বনা দেন এবং আগামীতে আরো ভাল ফলাফল করার জন্য পরামর্শ দেন। যারা অকৃতকার্য হয়েছে এ সভায় তাদের ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করা হয়। আগামীতে যে-সকল ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিবে আলোচকদের পরামর্শ তাদের ভাল ফলাফল অর্জনের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। এ সভায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও যত্ন সহকারে পড়ানোর জন্য এসএমসি ও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

আরিফুল ইসলাম

মেহেরপুরে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা সভা

২৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ২০১৪ এর ফলাফল নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে এক মতবিনিময় সভা মেহেরপুরের দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ আয়োজিত সভায় দারিয়াপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান ও ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ ওয়াজেদ আলী সভাপতিত্ব করেন। সভায় দারিয়াপুর ইউনিয়নের ৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ২০১৪ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য এ. বি. এম. একরামুল হক, মোঃ মোশারেফ হোসেন, এসএমসি'র সভাপতি জাকারিয়া হাবিব, দারিয়াপুর সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আফতাব উদ্দিন, দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ গোলাম নবী। সভায় জানানো হয়, অত্র ইউনিয়ন থেকে সমাপনী পরীক্ষায় মাত্র ৪ জন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। এছাড়া গত বছরের তুলনায় এ বছরে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরীক্ষার ফলাফলের মান বৃদ্ধিসহ A+ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমঝুপি ইউনিয়নের কৃতী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট প্রদান করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদ হোসেন

আমঝুপি ইউনিয়নে কৃতী শিক্ষার্থী ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের মাঝে ক্রেস্ট প্রদান

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর উদ্যোগে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় কৃতী শিক্ষার্থী ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের মাঝে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদ হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এস. এম. তৌফিকুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। আরো বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের যুগ্ম সম্পাদক মামুনুর রশিদ ও মোঃ আব্দুর রকিব, গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আমঝুপি ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সমাপনী পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত আমঝুপি ইউনিয়নের ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি'র সভাপতি, ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, অভিভাবক ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে বলে উল্লেখ করেন।

সাদ আহাম্মদ, লাবনী খাতুন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগিতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে গাইবান্ধার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার যথাক্রমে মুক্তিনগর, সাঘাটা, গজারিয়া ও ফুলছড়ি ইউনিয়নে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্ববোধক গান, চিত্রাংকন ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও এ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মুক্তিনগর, সাঘাটা, গজারিয়া ও ফুলছড়ি ইউনিয়নে এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুক্তিনগর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ নাদের হোসেন মন্ডল, উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেন সাজু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জাবেদ আলী সর্দার, ধনারুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সাঘাটা এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আইয়ুব হোসেন, সাঘাটা ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম, ফুলছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মোঃ ছামছুল আলম, ফুলছড়ি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আব্দুর রহিম প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে একজন শিক্ষার্থী

ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভা: মনিটরিং জোরদার ও সহযোগিতার আশ্বাস

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, প্রধান শিক্ষক, এসএমসি ও মিডিয়ার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিনগর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ নাদের হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সৈয়দ ফিরোজ ইফতেখার, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাঘাটা উপজেলার শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল গাফ্‌ফার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি, ইউপি প্রতিনিধিসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এ সভার ফলে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সাথে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়, যা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। সভায় শিক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষার মান উন্নয়নে যথাযথ মনিটরিং ও সহযোগিতার অঙ্গীকার করা হয়।

আনছারুজ্জামান

নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা'র যৌথ উদ্যোগে দুর্গাপুর উপজেলার নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে সরকারি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি কম্প কান্তি ম্রং-এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাড়ংপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় চন্দ্র শর্মা। উপস্থিত শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ অভিভাবকগণ আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তারা বলেন, আমাদেরকে প্রদর্শিত আদর্শ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি কমিউনিটিকে সাথে নিয়ে কাজ করি তাহলে এ ধরনের আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। উপস্থিত সকলে আদর্শ বিদ্যালয় গড়তে এখন থেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মেনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত মা সমাবেশে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মেনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা'র যৌথ উদ্যোগে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্গাপুর ইউনিয়নের মেনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় দুইশ' জন মায়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় মা সমাবেশ। মেনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি আলহাজ্ব জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন নেত্রকোণা জেলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি শ্যামলেন্দু পাল, দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি কম্প কান্তি ম্রং। মুখ্য আলোচক ছিলেন সেরা'র নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মজিবুর রহমান। এছাড়া সমাবেশে এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ওয়াচ গ্রুপ সদস্যগণ বক্তব্য দেন। মায়েদের মধ্য থেকে বক্তব্য দেন ছালেমা আক্তার ও সায়েরা খাতুন। সভায় বক্তাগণ ঝরেপড়া রোধ, ভর্তি নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে মায়েদের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সন্তানের পড়ালেখার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে একবার বিদ্যালয়ে যাবেন বলে মায়েরা অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উপস্থিত আলোচক ও অতিথিবৃন্দ শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

সাদির উদ্দিন আহমেদ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পর্যালোচনা সভায় আলোচক ও অতিথিবৃন্দ

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পর্যালোচনা সভা

২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের ঝালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পর্যালোচনা সভা। এ সভার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বটিয়াঘাটা উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা শুধা রাণী দাশ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম হাসান। উল্লেখ্য, এই অবহিতকরণ সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর উপস্থিত সকলে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নে ভিডিওচিত্র দেখছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দ

প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী

২৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহস কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি সরদার মোজাফ্ফর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ৯নং সাহস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমান। প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় এ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন ডুমুরিয়া উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা নূর এ লায়লা। তিনি বলেন, আমরা যে ভিডিও চিত্রটি দেখলাম ওটা একটি আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্মিত। আমরা আজ থেকে আমাদের বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয়ের মতো গড়ে তোলার চেষ্টা করব।

বনশ্রী ভান্ডারী

দৈনিক তরফবার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য ময়লা রাখার ঝুড়ি প্রদান করা হচ্ছে

হবিগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে মিডিয়ার পদক্ষেপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের মূল কথাই হচ্ছে সমাজে বিদ্যমান সকল অংশের অংশগ্রহণে শিক্ষার উন্নয়ন। গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ-এর উদ্যোগে বাস্তবায়িত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের ফলে স্থানীয় মিডিয়াতে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে। হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত প্রায় ১৪টি দৈনিক পত্রিকায় এখন শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ অনেক বেশি পরিবেশিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দৈনিক তরফবার্তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর ধারাবাহিকভাবে সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এই প্রতিবেদনে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য, অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সাফল্য এবং ব্যর্থতার চিত্র ও প্রতিকারে দিকনির্দেশনামূলক বিবরণ প্রকাশ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নেও পত্রিকাটি ভূমিকা রাখছে। পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক অধ্যক্ষ ফারুক উদ্দিন চৌধুরী বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় বিষয়ে ধারণা প্রদান করার পর এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের সকলকে সচেতন থাকার অনুরোধ জানাচ্ছেন।

কাজল সমাদ্দার

মিডিয়া ক্যাম্পেইন ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণসাক্ষরতা অভিযান 'সবার জন্য শিক্ষা'র অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নানাবিধ এডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। অভিযান প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় শিক্ষা সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিষয়ভিত্তিক দাবি প্রচার, ইস্যুভিত্তিক টিভি টক শো, টিভি স্পট, শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে মিডিয়া ক্যাম্পেইন করছে। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে 'শিক্ষা সংবাদ' নামে শিক্ষা-বিষয়ক গবেষণাভিত্তিক সংবাদ সম্প্রচার করার পাশাপাশি বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে টকশো, ইস্যুভিত্তিক টিভি স্পট নির্মাণ ও কয়েকটি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়। এসব অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্য দেশের সার্বিক শিক্ষা-সাক্ষরতা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা, বিরাজমান পরিস্থিতি উন্নয়নে জনসম্পৃক্তি সৃষ্টি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

বর্তমানে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র, ভর্তির হার, ঝরেপড়ার কারণ, শিক্ষায় অর্থায়ন, মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য গৃহীত নানা পদক্ষেপ/নীতিমালা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও এর বাস্তবায়ন, বাংলাদেশে শিক্ষা অধিকার আইন প্রণয়নের গুরুত্ব ও বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে উল্লিখিত টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ এই প্রয়াসে অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের মতামত ও সুবিধা-অসুবিধা তুলে ধরেছে।

সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন মহলে এই অনুষ্ঠানগুলো আলোচিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে টিভি নিউজগুলো নিয়মিত দেখা হয় এবং নিউজের উপর ভিত্তি করে মাঠপর্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রের অনিয়ম ও চ্যালেঞ্জগুলো সরকার গুরুত্ব সহকারে সমাধান করা হচ্ছে। সম্প্রতি চ্যানেল আই-এর 'তৃতীয় মাত্রা' অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অভিযান-এর মিডিয়া ক্যাম্পেইনের প্রশংসা করেছেন এবং তিনি এ কার্যক্রম বাংলাদেশে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, অভিযানই সর্বপ্রথম শিক্ষা সংবাদ প্রচারের উদ্যোগ নেয় এবং ২০০৮ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তা প্রচার করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যান্য টিভি চ্যানেলও শিক্ষা সংবাদ প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে, যা অভিযানের শিক্ষা সংবাদ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে করছে বলে সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে শিক্ষার চলমান অবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ভালো উদ্যোগ তুলা ধরা হয়েছে, যা 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্ট সুধীজন অভিমত প্রকাশ করেন।

আবেদা সুলতানা

৫৮ নং তেলীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ফুলের বাগান তৈরি

মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে ফুলকোচা ইউনিয়নের ১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পর্যায়ক্রমে ফুলের বাগান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ কর্মসূচির অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে তেলীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব হাজরাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেবেরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসাবে ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে তেলীবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলের বাগানে কয়েকটি গাঁদা, গোলাপ, জবাফুলের চারা রোপণ করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি এ. টি. এম. মতলুব হোসেন বাবু, প্রধান শিক্ষক হাসিনা বেগম ও মেলান্দহ উপজেলার সহকারী শিক্ষা

কর্মকর্তা জুলফিকার আলী। এছাড়াও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যসহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল হাই

মেহেরপুরে অমর একুশে শিক্ষামেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ যৌথভাবে ২১-২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে দুই দিনব্যাপী শিক্ষামেলার আয়োজন করে। এ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন মাননীয় সংসদ সদস্য সেলিনা আক্তার বানু।

মেলা উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য সেলিনা আক্তার বানু

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ মাহমুদ হোসেন, আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শামীম আলী। স্বাগত বক্তব্য দেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান ও আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য সচিব আশাদুজ্জামান সেলিম।

মেলা পরিদর্শন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য সেলিনা আক্তার বানু

এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ মেলায় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদর্শন করে। মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাটকেলপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রথম, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বিতীয় এবং মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও তৃণমূল মডেল একাডেমী যৌথভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করে। এলাকার বিপুল সংখ্যক দর্শক মেলাটি দেখে প্রশংসা করেছেন।

সাদ আহাম্মদ

ভোলায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে
স্থানীয় জনঅংশগ্রহণে নির্মিত হলো শ্রেণিকক্ষ

ভোলার চরসামাইয়ায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ স্থানীয় মানুষের সহায়তায় নির্মাণ করে দিল শিশুশ্রেণির জন্য একটি টিনসেড শ্রেণিকক্ষ। নতুন শ্রেণিকক্ষ পেয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের মন আনন্দে ভরে উঠেছে। অভিভাবকগণ ভবিষ্যতেও শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে এভাবে এগিয়ে আশার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন ।

ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নের চরছিফলী গ্রামে অবস্থিত ওমর আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৯০ সালে স্থানীয় জনসমাজের উদ্যোগে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদাতার নামানুসারে এ স্কুলের নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে সরকারিভাবে স্কুলটিতে তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে একটি অফিস কক্ষ, অপর দুটি শ্রেণিকক্ষ। অফিস কক্ষে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণ বসেন। দুই শিফটে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬৮ জন। দুটি শ্রেণিকক্ষে এত জন শিক্ষার্থী নিয়ে কোনোভাবেই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস করা সম্ভব হচ্ছিল না। তার ওপর রয়েছে শিশুশ্রেণি।

জনঅংশগ্রহণে নির্মিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিশুশ্রেণির শিক্ষার্থীরা

২০১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে চরসামাইয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠিত হয়। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। স্কুলটিতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার নানা সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে থাকে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। চরসামাইয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি বজলুর রহমান মাস্টার জানান, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহায়তায় কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার আলোকে এসএমসি ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করে স্কুলটিতে শিশুশ্রেণির জন্য একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় প্রায় ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রায় ২৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৫ ফুট প্রস্থ একটি টিনসেড শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করে দেয়। ফলে শিশুশ্রেণির জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণিকক্ষ ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। শিশুদের এখন আর চাপাচাপি করে বসতে হয় না।

হারুন উর রশীদ, শাহাদাৎ হোসেন বাবর

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org